বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ভগবান্ বলিয়া সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত—অলৌকিক ঃ—

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-গোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দ্বারা গৃহীতদণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধক-ভাবে মহাজনগণের অনুগমন করিয়া বৈধসন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা-সন্ন্যাস বা বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান—লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে যে আবশ্যক,—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ,—প্রভু-গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই—জানিয়া, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক'-অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ড ত্যাগ করাইলেন।

১৫৯। (১) শ্রীগোপালমূর্ত্তি নিত্যসত্য বিগ্রহ ; (২) স্বয়ং-সত্য বিগ্রহ—জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন ; (৩) ব্রাহ্মণ-জীবনে সত্যে অবস্থান—বিশেষভাবে প্রয়োজন ; (৪) ব্রহ্মণ্যের স্থাপনকর্ত্তা ও ব্রহ্মণ্যের বশীভূত স্বয়ং কৃষ্ণ ; অতএব কৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্মণ্য কেবল মায়িক নহে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

******

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ-গৃহে উঠাইয়া লইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপী-নাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল-আগমনের কথা শুনিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করত সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথ-দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য (বাহ্যদশা) হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসা-ঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তচ্ছিষ্য-দিগের সহিত তাঁহার অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না,—এইসকল কথা গোপীনাথ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন ; তথাপি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন, তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—হে কৃষ্ণচৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না? প্রভু উত্তর করিলেন,—আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি ; ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদি-ভাষ্য পড়িতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক 'সবিশেষবাদ' স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন,—

"মায়াবাদীর মতে, ব্রহ্ম—নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদী-দিগের এই দুইটীই মহাভ্রম। বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দ, অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছেন। বেদমতে, ঈশ্বর ও জীব—যুগপৎ স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ নিত্য ভিন্ন এবং নিত্য অভিন্ন। ফলতঃ অচিন্ত্যভেদা-ভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে নাস্তিক।" ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার করিয়া পরাস্ত হইয়া গেলেন। (অতঃপর প্রভু) ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনামত 'আত্মারাম'-শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন প্রভু তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য শতশ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে একদিবস মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে (শ্রীজগন্নাথের) শয্যোত্থান-লীলা দর্শনপূর্ব্বক 'পাকাল' প্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে দিলেন।

সার্ব্বভৌম-বিজয়ী গৌরকে প্রণাম ঃ—

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্ ।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রেমাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া প্রভুর মূর্চ্ছা ঃ—

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ৩ ॥

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥ ৪ ॥

দৈবাৎ সার্ব্বভৌমের প্রভুকে দর্শন ও আঘাত হইতে রক্ষণ ঃ—

দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৫ ॥

ভট্টাচার্য্য তখন মতবাদজনিত জাড্যশূন্য হইয়া পরমানন্দে 'মহাপ্রসাদ' প্রাপ্ত হইলেন। অন্য দিবস ভট্টাচার্য্য ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিন সার্ব্বভৌম 'তত্তেহনু-কম্পাং' শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তি-পদে'র পরিবর্ত্তন করিয়া, 'ভক্তিপদে' এই শব্দ যোজনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু কহিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। ভট্টাচার্য্য সে-সময়ে শুদ্ধভক্তির পাত্র হইয়া কহিলেন,—যদিও 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ' এই অর্থ হয়, তথাপি আশ্লিষ্য-দোষে 'মুক্তিপদ'-শব্দটী ব্যবহার করিতে রুচি হয় না ; 'ভক্তিপদ' বলিলে ভক্তের বড় সুখ হয়। ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ হইতে নিস্তার কথা শুনিয়া নীলাচলবাসী পণ্ডিতগণ প্রভুর শরণাগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি' সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥ ৬ ॥

প্রভুর চৈতন্য হইতে বিলম্ব দেখিয়া প্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন ঃ—

বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল ।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৭ ॥

শিষ্য পড়িছা-দ্বারা নিল বহাঞা ।
ঘরে আনি' পবিত্র-স্থানে রাখিল শোয়াঞা ॥ ৮ ॥

প্রভুকে মৃতের ন্যায় অচেতন দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের আশঙ্কা ঃ—

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৯ ॥

প্রভুর চৈতন্য-পরীক্ষা ও ভট্টাচার্য্যের কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ঃ—

সূক্ষ্ম তুলা আনি' নাসা-অগ্রেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি' ধৈর্য্য হৈল ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে সর্ব্বভূমা পুরুষ কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

৫। পড়িছা—শ্রীমন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারি-বিশেষ। সেই পড়িছা সার্ব্বভৌমের শিক্ষা-শিষ্য ছিল।

অনুভাষ্য

১। যঃ সর্ব্বভূমা (সর্ব্বেভ্যঃ দেবীধামান্তর্গত-সর্ব্বোপাধি-ধারিভ্যঃ দেব-নরেভ্যঃ ব্রহ্মলোক-বৈকুণ্ঠগোলোকাদ্যবস্থিতেভ্যঃ কৃষ্ণেতর-সর্ব্ববস্তুভ্যঃ ভূমা মহত্ত্বং যস্য সঃ পরমপরমাত্মা গৌরচন্দ্রঃ) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্কেণ স্বরূপস্ববৃত্ত্যাদিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণ-সেবনেতর-চেষ্টয়া কুজ্ঞানাশ্রিতেন কর্কশঃ জড়াভিমানপূর্ণঃ আশয়ঃ চিত্তং যস্য তং) সার্ব্বভৌমং (বাসুদেবাখ্যং পণ্ডিত-রাজং) ভক্তিভূমানং (শুদ্ধভক্তিপূর্ণং পাত্রম্) আচরৎ (কারয়ামাস, স্বপদসেবকং চকার ইত্যর্থঃ) তং (গৌরচন্দ্রং) নৌমি।

৮। ঘরে—শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকালে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে বালুখণ্ডে মার্কণ্ডেয়-সরস্তটে বাস করিতেন। অতঃপর, বর্ত্তমানকালে ঐ গৃহ 'গঙ্গামাতামঠ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভট্টাচার্য্যের প্রভুদেহে মহাপ্রেম-বিকার জ্ঞান ঃ—

বসি' ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার ।
'এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১১ ॥

সূদ্দীপ্ত ভাব ঃ—

'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' এই নাম যে 'প্রণয়' ।
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে 'সূদ্দীপ্ত ভাব' হয় ॥ ১২ ॥

প্রভুর দেহে লোকাতীত মহাভাব ঃ—

'অধিরূঢ়-মহাভাব' যাঁর, তাঁর এ বিকার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি,—বড় চমৎকার ॥' ১৩ ॥

ভট্টাচার্য্যের চিন্তা ঃ—

এত চিন্তি' ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪ ॥

নিত্যানন্দাদির আঠারনালা হইতে পুরীতে আগমন ও লোক-মুখে প্রভুর ভট্টাচার্য্য-গৃহে অবস্থান-শ্রবণ ঃ—

তাঁহা শুনি' লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্ ।
'এক সন্ন্যাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ ॥ ১৫ ॥
মূর্চ্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥' ১৬ ॥

অনুভাষ্য

১১। মধ্য, ৩য় পঃ ১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২। সূদ্দীপ্ত—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ)—অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারের গোপনচেষ্টা দ্বিবিধা,—'ধূমায়িতা' ও 'জ্বলিতা'। ধূমায়িতা—"অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ।।" এক অথবা দুইটী ভাব সহজ-ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হইলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয়, সেই ভাবকে 'ধূমায়িতা' বলে। জ্বলিতা—"দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্। শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।" এককালে দুই বা তিনটী সাত্ত্বিকভাব প্রকাশমান এবং কষ্টে তাহার সঙ্গোপন সম্ভব হইলে তাহাকে 'জ্বলিতা' বলে। দীপ্তা—'প্রৌঢ়াস্ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতাঃ। সম্বরিতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ।।' তিন-চারিটী প্রৌঢ়ভাবের এককালীন উদয়ে উহাদিগের সম্বরণ করিবার চেষ্টা বিফল হইলে, ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাহাকে 'দীপ্তা' বলেন। উদ্দীপ্তা—"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।" এক-কালে পাঁচটী অথবা সকল ভাব প্রকাশিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষতায় আরোহণ করিলে তাহাকে 'উদ্দীপ্তা' বলে। (উঃ নীঃ—) "উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষকোটীমাত্রৈব বিভ্রতি।।" উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের প্রকার-ভেদই কোন কোন স্থলে 'সূদ্দীপ্ত' বলিয়া আখ্যাত হয়। সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোটীগুণিত হইয়া পরমোৎকর্ষতা লাভ করিলে যখন প্রেমপরাকাষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, তখন 'সূদ্দীপ্ত' সংজ্ঞা লাভ করে।

নিত্যসিদ্ধভক্ত—পার্ষদভক্ত, দিব্যসূরি ; মধ্য ২৪ পঃ ২৮৩ সংখ্যা—"বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ—'পারিষদ দাস'। 'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ'—চারিবিধ প্রকাশ।।"

১৩। অধিরূঢ় মহাভাব,—উজ্জ্বলনীলমণৌ—'অনুরাগ'—"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ-

অনুভাষ্য

সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।।" অর্থাৎ প্রীতিপাত্র নায়কের রূপ-গুণ-মাধুর্য্য পূর্ব্বে নিত্য আস্বাদন করা সত্ত্বেও অনাস্বাদিত-বোধে নায়িকার অনুভবে নায়িকার যে রাগ নায়ককে নূতন নূতন বোধ করায়, সেই রাগ নূতন নূতন হইয়া 'অনুরাগ' নামে কথিত হয়। 'ভাব'—"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ'। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে।।' অর্থাৎ নিজানুরাগদ্বারা অনু-রাগের সম্বেদনযোগ্য দশা লাভ করিয়া প্রকাশযুক্ত হইলে যদি অনুরাগ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ভাব' বলে। প্রকাশবিশিষ্ট না হইলে যাবদাশ্রয়বৃত্তির অভাববশতঃ আপনার দ্বারা সম্বেদনযোগ্য দশায় কেবলমাত্র 'অনুরাগ' থাকে, তাহাকে 'ভাব' বলা যায় না। 'মহাভাব',—"মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতি-দুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।।" রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে—মহাভাব—"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ।।" রূঢ়-মহাভাব—"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।।" অধিরূঢ়-মহাভাব—"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।" এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ; কেবল ব্রজগোপী-গণেরই এই মহাভাব একমাত্র সম্বেদ্য ; অর্থাৎ গোপী-ব্যতীত অন্য ললনায় মহাভাব লক্ষিত হয় না। লৌকিক আস্বাদনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে অমৃতাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। অমৃত-সদৃশ 'মহাভাব'—প্রেমের অবস্থা-বিশেষ, তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে মনের স্থিতি হয় না অর্থাৎ মন মহাভাবাত্মক হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের মনোবৃত্তিরূপা গোপীগণের, মন প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গণের মহাভাব-রূপত্ব-নিবন্ধন সেই সেই ব্যাপারে সকলগুলিরই শ্রীকৃষ্ণের অতিবশ্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। পট্টমহিষীগণের সম্ভোগেচ্ছাবশতঃ পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া মন সম্যক্ প্রেমাত্মিকা নহে, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে মহাভাবের সম্ভাবনা নাই। মহাভাব—'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'-ভেদে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত, তাহাই

সার্ব্বভৌম-ভগ্নীপতি গোপীনাথের তথায় গমন ঃ—

শুনি' সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৭ ॥
নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো, প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে মুকুন্দাদির সহিত আলাপ-সম্ভাষণান্তে প্রভুর সংবাদ-শ্রবণ ঃ—

মুকুন্দ-সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥ ১৯ ॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি' কৈল নমস্কার ।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ২০ ॥
মুকুন্দ কহে,—"প্রভুর ইঁহা হৈল আগমনে ।
আমি-সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥" ২১ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ।
সবে মেলি' পুছে প্রভুর বার্ত্তা বার বার ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ কহে,—"মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা-সবা লঞা ॥ ২৩ ॥
আমা-সবা ছাড়ি' আগে গেলা দরশনে ।
আমি-সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥
অন্যোন্যে লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু,—অনুমান কৈল ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ॥ ২৬ ॥
তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন ।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলুঁ তোমার দরশন ॥ ২৭ ॥

জগন্নাথাপেক্ষা প্রভুর প্রতি প্রেমাধিক্য ঃ—

চল, সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি' পাছে করিব ঈশ্বর-দর্শন ॥" ২৮ ॥

সকলের সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন ঃ—

এত শুনি' গোপীনাথ সবারে লঞা ।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা ॥ ২৯ ॥

তথায় প্রভুকে দর্শন, গোপীনাথের প্রভু-দর্শনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ।
প্রভু দেখি' আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥ ৩০ ॥

সকলকে গৃহাভ্যন্তরে প্রেরণ ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ ঃ—

সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবে নিল অভ্যন্তরে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥ ৩১ ॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন ।
প্রভু দেখি' সবার হৈল হরষিত মন ॥ ৩২ ॥

পুত্র চন্দনেশ্বর-সঙ্গে সকলকে জগন্নাথদর্শনে প্রেরণ ঃ—

সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে ।
'চন্দনেশ্বর' নিজপুত্র দিল সবার সাথে ॥ ৩৩ ॥

জগন্নাথ-দর্শনে নিতাইর প্রেমাবেশ ঃ—

জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৪ ॥
সবে' মেলি' ধরি' তাঁরে সুস্থির করিল ।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে ।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ৩৬ ॥

প্রভুর নিকট সকলের উচ্চকীর্ত্তন ও প্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তি ঃ—

উচ্চ করি' করে সবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৩৭ ॥

সার্ব্বভৌমের শিষ্টাচার ঃ—

হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি' ।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য

'রূঢ়' ভাব ; রূঢ়ভাবে কথিত অনুভাবসমূহ হইতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্টতা লাভ করিলে যে-অনুভাব লক্ষিত হয়, তাহাই 'অধিরূঢ়'-মহাভাব। উহা 'সূদ্দীপ্ত' ভাব নহে। অধিরূঢ়-ভাবে 'মোদন' ও 'মাদন'-ভেদ আছে। রাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাবসমূহ যে অধিরূঢ়-মহাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সুষ্ঠুতা লাভ করে, তাহাই 'মোদন' ; হ্লাদিনীসার প্রেম যদি সর্ব্বভাবের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাদন' বলে। ইহা পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই সতত সম্ভব।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। দর্শন করিতে—জগন্নাথদেব দর্শন করিতে।

অনুভাষ্য

১৭। বিশারদ—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহাধ্যায়ী মহেশ্বর বিশারদ সমুদ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী 'বিদ্যানগরে' বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়—মধুসূদন বাচস্পতি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম, এবং জামাতা—গোপীনাথাচার্য্য।

সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন ।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥ ৩৯ ॥

স্নানান্তে সগণ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ঃ—

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু শীঘ্র আইলা ।
চরণ পাখালি' প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৪০ ॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল ।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥ ৪১ ॥
সুবর্ণ-থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক পরিবেশন ঃ—

সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে ।
প্রভু কহে,—"মোরে দেহ লাফ্রা-ব্যঞ্জনে ॥ ৪৩ ॥
পীঠা-পানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে ।"
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি' দুই করে ॥ ৪৪ ॥
"জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥" ৪৫ ॥
এত বলি' পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা ।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা ॥ ৪৬ ॥

গোপীনাথসঙ্গে সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

আজ্ঞা মাগি' গোপীনাথ আচার্য্যকে লঞা ।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥ ৪৭ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রণাম ও প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

'নমো নারায়ণায়' বলি' নমস্কার কৈল ।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' গোসাঞি কহিল ॥ ৪৮ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ-জ্ঞান ঃ—

শুনি' সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল ।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো, বচনে জানিল ॥ ৪৯ ॥

গোপীনাথের নিকট প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমানুসন্ধান ঃ—

গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম ।
"গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥" ৫০ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক পরিচয় প্রদান ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য কহে,—"নবদ্বীপে ঘর ।
'জগন্নাথ'—নাম, পদবী—'মিশ্র পুরন্দর' ॥ ৫১ ॥
'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার, তাঁর ইঁহো পুত্র ।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥" ৫২ ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ।
বিশারদের সমাধ্যায়ী,—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫৩ ॥
'মিশ্র পুরন্দর' তাঁর মান্য, হেন জানি ।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি' মানি ॥" ৫৪ ॥

প্রভুর পরিচয়-শ্রবণে সার্ব্বভৌমের আনন্দ ঃ—

নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা ।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

সার্ব্বভৌমের দৈন্য-বিনয় ঃ—

"সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত' সন্ন্যাস ।
অতএব হঙ তোমার আমি নিজ দাস ॥" ৫৬ ॥

প্রভুর মানদ ধর্ম্ম ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ ৫৭ ॥
"তুমি জগদ্গুরু—সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা ।
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। প্রভুর ভোজনের পর সার্ব্বভৌম তাঁহার আজ্ঞা লইয়া গোপীনাথাচার্য্যের সহিত ভোজন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট আসিলেন।

অনুভাষ্য

৩৯। করহ মধ্যাহ্ন—দিবাভাগে স্নানাহার সম্পাদন কর।

৪৩। লাফ্রা-ব্যঞ্জন—নানাদ্রব্য ঘণ্ট করিয়া মিশাইয়া জিরা, মরীচ, সরিষা দিয়া যে তরকারী প্রস্তুত হয়।

৪৮। চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিগণকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া সম্বোধন করার প্রথা আছে। সন্ন্যাসিগণের 'নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ'-বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে ; কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ আপনাকে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণসেবনই সর্ব্বোত্তম জানিয়া জগতের সকলকেই 'কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হউক' এই করুণাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

৫০। পূর্ব্বাশ্রম—সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের পূর্ব্বে গৃহাবস্থান-কালে কোন্ নামে পরিচিত ছিলেন ও কোন্ স্থানে বাস করিতেন।

৫৬। তোমার নৈসর্গিক-বৃত্তির ঔৎকর্ষ বিচার করিলে তুমি আমার পূজনীয় ; আবার বাহ্য আশ্রমবিচারে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় আমাদের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমীর পূজ্য। সুতরাং আমি—তোমার ভৃত্য, তুমি—আমার সেব্য।

৫৮। তুমি জগতের গুরুপদে আসীন, বেদান্তাধ্যাপক, অনভিজ্ঞ ছাত্রগণের শিক্ষাদাতা, সন্ন্যাসিগণের শুভাকাঙ্ক্ষী ; তাহাদিগকে বেদান্তার্থ শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্য উপদেশ দিয়া

প্রভুর আপনাকে লাল্য ও সার্ব্বভৌমকে লালক-জ্ঞান ঃ—

আমি বালক-সন্ন্যাসী—ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
তোমার আশ্রয় নিলুঁ, গুরু করি' মানি ॥ ৫৯ ॥
তোমার সঙ্গ লাগি' মোর ইঁহা আগমন ।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন ॥ ৬০ ॥

প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ—

আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি ।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥" ৬১ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুপ্রতি স্নেহোপদেশ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"একলে তুমি না যাইহ দর্শনে ।
আমার সঙ্গে যাবে, কিম্বা আমার লোক-সনে ॥" ৬২ ॥

প্রভুর সম্মতিসূচক উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"মন্দির-ভিতরে না যাইব ।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব ॥" ৬৩ ॥

ভগ্নীপতিকে প্রভুর তত্ত্বাবধান-জন্য অনুরোধ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম ।
"তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥ ৬৪ ॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ—নির্জ্জন স্থান ।
তাঁহা বাসা দেহ, কর সর্ব্ব সমাধান ॥" ৬৫ ॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল ।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥ ৬৬ ॥

গোপীনাথের প্রভুকে জগন্নাথসেবা-প্রদর্শন ঃ—

আর দিন গোপীনাথ প্রভু-স্থানে গিয়া ।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥ ৬৭ ॥

মুকুন্দ-সঙ্গে সার্ব্বভৌম-গৃহে আগমন ঃ—

মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম-স্থানে ।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে ॥ ৬৮ ॥

সার্ব্বভৌমের স্নেহপ্রীতিভরে প্রভুর সন্ন্যাস-পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"প্রকৃতি—বিনীত, সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর ।
আমার বহুপ্রীতি বাড়ে ইঁহার উপর ॥ ৬৯ ॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস কর্য়াছেন গ্রহণ ।
কি নাম ইঁহার, শুনিতে হয় মন ॥" ৭০ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক পরিচয়-প্রদান ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
গুরু ইঁহার কেশব-ভারতী মহাধন্য ॥" ৭১ ॥

সার্ব্বভৌমের সম্প্রদায়-সমালোচনা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম ।
ভারতী-সম্প্রদায় এই—হয়েন মধ্যম ॥" ৭২ ॥

গোপীনাথের প্রভুর সম্প্রদায়-সমর্থন ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা ।
অতএব বড় সম্প্রদায়ের নাহিক অপেক্ষা ॥" ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

অজ্ঞান দূর করিয়া থাক এবং ভিক্ষুগণকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহাদের উপকার কর।

৬১। শ্রীজগন্নাথদর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, তুমি আমার শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান নিরসনপূর্ব্বক চেতন করিয়াছ অর্থাৎ আমাকে অন্তর্দশা হইতে বহির্দশায় উপনীত করাইয়াছ।

৬৯। মহাপ্রভু প্রকৃত সন্ন্যাসীর অধিকার গ্রহণ করিয়াও দৈন্যক্রমে সন্ন্যাসীর শিষ্য 'ব্রহ্মচারী'-নামেই পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। বাস্তবিক সন্ন্যাসী হইয়া 'ব্রহ্মচারী'-পরিচয়—নৈসর্গিক-বিনয়ের আদর্শ।

৭২-৭৩। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম', ও 'সরস্বতী'—সর্ব্বোচ্চ। শৃঙ্গেরী-মঠে 'সরস্বতী'—উত্তম, 'ভারতী'—মধ্যম ও 'পুরী'—কনিষ্ঠ—এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর উপাধি আছে।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের যেরূপ তীর্থাদি দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা প্রকাশিত আছে, তাহা এই,—

যিনি ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। শয্যোত্থান—জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান।

অনুভাষ্য

বাক্যানুসারে তত্ত্বার্থ বুঝিয়া স্নান করেন, তিনি 'তীর্থ'-নামে কথিত। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমে আগ্রহবিশিষ্ট অথবা সমাবর্ত্তনে বীতস্পৃহ এবং আশাবন্ধহীন এবং যোনিভ্রমণমুক্ত, তিনি 'আশ্রম'-নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জ্জনস্থল বা বনে বাস করেন এবং আশাবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনি 'বন'-নামে উক্ত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থাকিয়া আনন্দরূপ নন্দনকাননে বাস করিবার জন্য এই বিশ্বের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন, তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্ব্বতকাননে বাস করিয়া সর্ব্বদা গীতাধ্যয়নে রত, যাঁহার বুদ্ধি অচলের ন্যায় গম্ভীর, তিনি 'গিরি'। যিনি পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণের মধ্যে বাস করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারের সার এবং অসার বস্তুর ভেদ জানিয়াছেন, তিনি 'পর্ব্বত'। যিনি তত্ত্বসাগরে জ্ঞানরূপ রত্ন আহরণ করিয়া কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি 'সাগর'। যিনি উদাত্তাদি অথবা ষড়জ-ঋষভাদি স্বরজ্ঞান-চর্চ্চায় রত, স্বরালাপাদি-নিপুণ এবং অসার-সংসারবিনাশকারী, তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করিয়া অবিদ্যার সকল

মর্ত্ত্য যুবা-জ্ঞানে প্রভুপ্রতি ভট্টাচার্য্যের গুরুবৎ উপদেশোক্তি ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন ।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ ॥ ৭৪ ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব ।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৫ ॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া ।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া ॥" ৭৬ ॥

প্রভুর প্রতি শাসন-দর্শনে ভক্তদ্বয়ের দুঃখ ঃ—

শুনি' গোপীনাথ মুকুন্দ, দুঁহে দুঃখী হৈলা ।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

সার্ব্বভৌমের অজ্ঞতা-দর্শনে গোপীনাথের প্রভু-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

"ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা ।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। এই মায়িক জগৎকে কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানমূলক কেবল-অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইয়া দিব।

৭৬। যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদিগের বেষবিশেষ। উত্তম সম্প্রদায়-যোগ্য যোগপট্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র দিয়া পুনরায় সংস্কার করিয়া দিব।

৭৮-৮৩। বিজ্ঞের যে তত্ত্বগোচর হয়, তাহা অজ্ঞলোকের নিকট কিছুই নয়—এই কারণেই তুমি ইঁহাকে 'সামান্য মনুষ্য' বলিয়া স্থির করিতেছ ; বস্তুতঃ ইঁহাতে ভগবত্তা-লক্ষণের সীমা আছে। সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ গোপীনাথকে কহিল,—'তুমি

অনুভাষ্য

ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন দুঃখভারে পীড়িত হন না, তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পারঙ্গত এবং পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল পরব্রহ্মচর্চ্চায় রত, তিনি 'পুরী'-নামে খ্যাত।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'ব্রহ্মচারী' নামের অর্থ যেরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা এই,—

যিনি নিজস্বরূপ বিশেষরূপে জানেন, স্বধর্ম্ম পরিচালন করেন এবং নিত্যকাল স্বানন্দে মগ্ন, তিনি 'স্বরূপ'-নামক ব্রহ্মচারী। যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশ-দ্বারা বিশেষরূপে যোগযুক্ত, তিনি 'প্রকাশ'-নামে কথিত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং স্বানন্দে বিহার করেন, তিনি 'আনন্দ'-নামে খ্যাত। যিনি অচিন্মিশ্রভাবাতীত চিন্মাত্র, জড়প্রতিফলিত চিত্তবিকার-রহিত, অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মকে জানেন, তিনি বিদ্বান্ এবং 'চৈতন্য'-নামে অভিহিত হন (মঞ্জুষা ২য় সংখ্যা)।

তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর ।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥" ৭৯ ॥

তর্কপন্থী ও শ্রৌতপন্থীর বিচার ; তর্কপন্থায় ভগবান্ অলভ্য, শ্রৌতপন্থায় সুলভ ঃ—

শিষ্যগণ কহে,—"ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে ।"
আচার্য্য কহে,—"বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥" ৮০ ॥
শিষ্য কহে,—"ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে ।"
আচার্য্য কহে,—"অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে ॥" ৮১ ॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে ।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ ৮২ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত' যাহারে ।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কোন্ প্রমাণে ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বল? গোপীনাথ উত্তর করিলেন, —'বিজ্ঞজন যে-লক্ষণে ঈশ্বর স্থাপন করেন, আমি সেই লক্ষণেই ইঁহাকে ঈশ্বর বলি।' শিষ্যগণ কহিল,—ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের দ্বারা জানা যায়। ব্যাপ্তিজ্ঞান-লক্ষণই অনুমান ; যথা, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অর্থাৎ যেখানে ধূম দেখা যাইবে, সেখানে অগ্নি আছে, জানিতে হইবে ; 'ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে', এইটী এস্থলে সাধিত হয়। ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান এরূপ কার্য্য করে ;—যথা, যত বস্তু দেখা যায়, সকলেরই কারণ আছে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী বস্তু ; সুতরাং ইহার একটী কারণ না থাকিলে হয় না। অতএব 'ঈশ্বর—বিশ্বের কারণ', এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করি। আপনি যদি দেখান যে, এই সন্ন্যাসী এই যুক্তিক্রমে ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে মানিতে পারি।' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে অনুমান প্রমাণরূপে কার্য্য করিতে পারে না, কেননা, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।'

অনুভাষ্য

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম—'শ্রীকৃষ্ণ' এবং ব্রহ্মচারী-উপাধি—'চৈতন্য'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্ব-নামাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বোচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ না করিয়া মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" এতদুত্তরে গোপীনাথ কহিলেন যে,—"ইঁহার মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার কারণ এই যে, ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই। অন্তরে মর্য্যাদাহঙ্কার থাকিলে মানব মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইবার প্রয়াস করেন। অকিঞ্চন হইয়া দীনভাবে হরিভজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভারতী-

কৃপা বিনা কেবল জ্ঞানমার্গে ভগবান্ অগোচর—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২৯)—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৮৪ ॥

মানদ হইয়াও ভট্টাচার্য্যের নাস্তিকতা-দর্শনে গোপীনাথের অনাদর ঃ—

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি—শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৫ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৬ ॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥" ৮৭ ॥

সার্ব্বভৌমের কুতর্ক ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"আচার্য্য, কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥" ৮৮ ॥

গোপীনাথের তন্নিরাস ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে,—প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াও ঈশ্বরে অবিশ্বাস— মায়ার খেলা ঃ—

ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহা-প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারে না।

৮৭-১০০। গোপীনাথ কহিলেন,—'শাস্ত্রে ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন যে, পাণ্ডিত্যাদিগুণে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, সুতরাং তোমার ইহাতে দোষ কি? এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন,—'আচার্য্য, তুমি একটু সাবধানে কথা কও; তোমার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি?' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'পরমতত্ত্ববস্তু বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাকে 'বস্তু-জ্ঞান' বলে এবং বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। তুমি ইঁহার মহাপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াছ; তবুও ঈশ্বরের

অনুভাষ্য

সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়া সরস্বতী-সম্প্রদায় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা হয় না।"

৭৪-৭৫। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা বেদান্তবাক্য অনুশীলন করিয়া বিষয়-বিরাগ উৎপন্ন করেন এবং কৌপীনাশ্রিত হইয়া কৌপীনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সর্ব্বদা শমদমাদি সাধন-ষট্‌কে পারদর্শী হইতে হইলে ভক্তি-রহিত বিচারকের যুক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্যের উপাসনা আবশ্যক। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই মায়িক বস্তুর পরাক্রমজন্য আশঙ্কা হয়, সুতরাং জ্ঞানবৈরাগ্যবিশিষ্ট করাইয়া অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইলে যৌবন-বয়সোচিত কামোত্থ চেষ্টা-সমূহ বলবান্ হইতে পারিবে না।

৭৬। মহাপ্রভু যদি উচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পুনরায় সরস্বতী-সম্প্রদায়স্থ সন্ন্যাসীদ্বারা তাঁহাকে যোগপট্টাদি ত্যাগীর ঔপকরণিক বিধানসমূহ প্রদান করিয়া উন্নত করাইতে পারি। শৌক্রব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণ উচ্চ 'সরস্বতী'-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন না; সুতরাং 'ভারতী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিধির শৈথিল্য থাকায় সরস্বতীগণের ন্যায় উচ্চসম্প্রদায়ের বিচারে 'ভারতী'গণের মধ্যমতা ও 'পুরী'-গণের কনিষ্ঠতা সিদ্ধ।

৮৪। কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে কৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন,—

হে দেব [তব মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ], তথাপি তে (তব) পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (চরণকমলদ্বয়ানুকম্পা-কণয়া সুভগান্বিতঃ) এব হি জনঃ ভগবন্মহিম্নঃ (ভগবতস্তব মহিম্নঃ ঐশ্বর্য্যস্য) তত্ত্বং জানাতি; অন্যঃ (কৃষ্ণপ্রসাদরহিতঃ) একঃ (কশ্চিৎ) অপি চিরং (দীর্ঘকালং) বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্) অপি ন চ জানাতি।

৮৭। কঠে ১ম অঃ ২য় বঃ ২৩ মন্ত্র—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।" ৯ম মন্ত্র—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ পরমাত্ম-ভগবদ্বস্তু ব্যাখ্যানদ্বারা লভ্য হয় না; স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে লভ্য হয় না; শ্রুতি-পারম্পর্য্য ছাড়িয়া বহু শ্রবণদ্বারা লভ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্ট বা লভ্য হন। ভক্তগণই ভগবৎকৃপার (পাত্র) বিষয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া তিনি নিজতনু প্রদর্শন করান। এই ব্রহ্মগোচরা মতি তর্কদ্বারা আনয়ন বা অপনয়ন অর্থাৎ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নহে।

৮৯। সার্ব্বভৌম তর্কাবলম্বনে স্বীয় ভগিনীপতি গোপীনাথকে বলিলেন,—'আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই, সত্য;

তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার ।
ঈশ্বরের মায়া,—এই বলি ব্যবহার ॥ ৯১ ॥

বহির্ম্মুখের আবৃত-দর্শনহেতু ভগবদ্দর্শনাভাব ঃ—

দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখ জন ।"
শুনি' হাসি' সার্ব্বভৌম বলিল বচন ॥ ৯২ ॥

সার্ব্বভৌমের ভ্রমপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি ঃ—

"ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯৩ ॥

প্রভুকে মহাভাগবত-জ্ঞান হইলেও 'ঈশ্বর' বলিয়া অবিশ্বাস ঃ—

মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি ।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥ ৯৪ ॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণুনাম ।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান ॥" ৯৫ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের ভ্রান্তসিদ্ধান্ত-নিরাস ও যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রদর্শন ঃ—

শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে ।
"শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৬ ॥

মহাভারত ও ভারতার্থবিনির্ণয় ভাগবতই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ ঃ—

ভাগবত-ভারত, দুই—শাস্ত্রের প্রধান ।
সেই দুইগ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥ ৯৭ ॥

এই কলিতে লীলাবতার না থাকিলেও স্বয়ংরূপ অবতারীর আবির্ভাব ঃ—

সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার ।
তুমি কহ,—'কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥' ৯৮ ॥

কলিতে লীলাবতার না হইলেও যুগাবতারাবির্ভাব ঃ—

কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্ ।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে পারিলে না! বহির্ম্মুখজন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।' সার্ব্বভৌম হাস্য করিয়া বলিলেন,—'কেবল বিতর্ক ছাড়িয়া অভিলষিত সত্য-বিচারকারী-দিগের মতে, শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিতেছি, শুন ;—এই চৈতন্য গোসাঞি পরম ভাগবত বটে, কেন না, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না ; এজন্যই বিষ্ণুর 'ত্রিযুগ' একটী নাম।' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'তুমি (আপনাকে) 'শাস্ত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে 'ভাগবত' ও 'মহাভারত', সেই দুই গ্রন্থবাক্যে তোমার মনোযোগ নাই। সেই দুই গ্রন্থে, কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই সত্য ; এইজন্যই

অনুভাষ্য

কিন্তু তোমা প্রতি ভগবৎকৃপাই বা কি-প্রকারে হইয়াছে, বুঝাইয়া দাও।' তদুত্তরে আচার্য্য গোপীনাথ বলিলেন,—'বস্তু ও বস্তুশক্তি 'এক' বলিয়া বস্তু-বিষয় হইতেই বস্তু-জ্ঞান হয়। বস্তু—অখণ্ড-জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, কিন্তু শক্তি—বহুপ্রকার। অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানময় বস্তু খণ্ডজ্ঞানের জ্ঞেয় নহে, কিন্তু বস্তু-বিষয়ক অনুভূতি হইতেই বস্তুজ্ঞান হয়। বস্তুর বিষয় বা শক্তিদ্বারা বস্তু-জ্ঞানের উদয়। দাহিকা-শক্তির জ্ঞানেই অগ্নি-জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধির নিদর্শন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপা (৮৭ সংখ্যার অনু-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তিনি যাঁহাকে নিজকৃপাদ্বারা স্ব-স্বরূপ দেখাইবেন, তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুবিষয় ব্যতীত অন্যবিষয়-অবলম্বনে বস্তুজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কৃপা ব্যতীত তাঁহার দর্শন বা বস্তুজ্ঞান হয় না। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপা-ভিক্ষু হইয়াছেন এবং ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না।

৯১। তুমি ভগবানের মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াছ। সেই অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে না পারিয়া ভগবানের তাদৃশ লীলাকেও মায়িক অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রকারমাত্র বলিয়া মনে করিতেছ।

৯২। যাহাদের অন্তঃকরণে মায়াতীত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয় নাই, তাহারা নিজ-ভোগময় কর্ম্ম-বুদ্ধিতে বস্তুবিষয় অনুভব করিতেছে বা করিয়াছে, মনে করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে প্রেমময় ভগবৎস্বরূপ বাহ্যবিষয়-জ্ঞানে দৃষ্ট হন না।

৯৩। ইষ্টগোষ্ঠী—অভীষ্ট লোক অর্থাৎ অভীষ্টলাভের উদ্দেশে একত্রিত মণ্ডলীর মধ্যে।

৯৫। ত্রিযুগ—(ভাঃ ৭।৯।৩৮)—"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।" শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা—"কলৌ তু (বধরক্ষণাদিকং) ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ, অতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"

৯৭। আদি ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ৫১ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৯৯। লীলাবতার—বিবিধবিচিত্রতাযুক্ত, চেষ্টারহিত, নিত্য-নবনব উল্লাসতরঙ্গোদ্বেলিত, নিজেচ্ছাপরতন্ত্র-লীলাবিশিষ্ট অব-তারকে 'লীলাবতার' বলে। শ্রীসনাতন-শিক্ষায়—মধ্য, ২০ পঃ ২৯৭-২৯৮ সংখ্যায়—"লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন। প্রধান

প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার ।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥ ১০০ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ১০২ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০৩ ॥

মহাভারত দানধর্ম্ম (১৪৯), বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র (৯২, ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১০৪ ॥

ভট্টাচার্য্যকে গোপীনাথের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য ঃ—

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন ।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ১০৫ ॥

ভগবৎকৃপাতেই ভগবন্মহিমা-জ্ঞান ঃ—

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে ।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০৬ ॥

অপ্রাকৃতবস্তু-বিষয়ে কুতর্ক—মায়াজনিত ঃ—

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানাবাদ ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিই অক্ষজ বিচারকগণের মোহ-জনয়িত্রী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৪।৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সংবাদ-ভুবো-ভবন্তি ।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥১০৮॥

অধোক্ষজসেবক ব্রাহ্মণই যুক্ত, অক্ষজ-জ্ঞানী মায়াদাস অযুক্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২২।৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।
মায়াং মদীয়ামুদগৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥" ১০৯ ॥

গোপীনাথের উপদেশে ভট্টাচার্য্যের অনবধান ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য কহে,—"যাহ গোসাঞির স্থানে ।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলিয়াছেন। প্রতিযুগে কৃষ্ণের যে যুগাবতার হয়, তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার না।'

অনুভাষ্য

করিয়া কহি দিগ্‌দরশন। মৎস্য-কূর্ম্ম-রঘুনাথ-নৃসিংহ-বামন। বরাহাদি লেখা যাঁর, না যায় গণন।।" ঐ অনুভাষ্য এবং ভাঃ ১০।২।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃতে ২৫টী লীলাবতার কথিত হইয়াছে,—(১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ, (৪) মৎস, (৫) যজ্ঞ, (৬) নর-নারায়ণ, (৭) কপিল, (৮) দত্তাত্রেয়, (৯) হয়শীর্ষ (হয়গ্রীব), (১০) হংস, (১১) পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) বলরাম, (২৩) কৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ, (২৫) কল্কি।

১০১। আদি ৩য় পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০২। বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন-মুনি কলিকালের অবতার ও তদ্ভজন-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন,—

হে উর্ব্বীশ (পৃথ্বীপতে নিমে), দ্বাপরে [ভক্তাঃ] জগদীশ্বরং (বাসুদেবাদি-চতুষ্টয়ং) স্তুবন্তি (পঞ্চরাত্রাদি-কথিতেন অর্চ্চন-বিধিনা পূজাং কুর্ব্বন্তি)। তথা কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন (যেন যেন পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-তন্ত্রাদ্যুক্ত-বিধিনা) স্তুবন্তি, তৎ [মত্তঃ] শৃণু।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উঁহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা-পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

১০৯। ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে ; কেন না, মদীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনপটীয়সী শক্তি ; সুতরাং অনেকস্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, জৈমিনী ও কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্তবাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১০৩-১০৪। আদি, ৩য় পঃ ৫১ ও ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮। ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য-স্তব—

যচ্ছক্তয়ঃ (যস্য বহিরঙ্গা-মায়াবিদ্যাঃ শক্তয়ঃ) বদতাং বাদিনাং (পূর্ব্বোত্তরপক্ষাশ্রিতানাং) বিবাদসংবাদভুবঃ (বিবাদস্য ক্বচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ উৎপত্তিহেতবঃ) ভবন্তি, এষাং (বিবাদ-শীলানাং) মুহুঃ পুনঃ পুনঃ আত্মমোহং কুর্ব্বন্তি, তস্মৈ অনন্ত-গুণায় (সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টায়) ভূম্নে (পরমাত্মনে) নমঃ।

১০৯। উদ্ধবের তত্ত্বসংখ্যা-বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণোক্তি,—

প্রসাদ আনি' তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ।
পশ্চাৎ আসি' আমারে করাইহ শিক্ষা ॥" ১১১ ॥

গোপীনাথের নানাভাবে ভট্টাচার্য্যের উপকার-চেষ্টা ঃ—

আচার্য্য—ভগিনীপতি, শ্যালক—ভট্টাচার্য্য ।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করা'ন আচার্য্য ॥ ১১২ ॥

ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-বাক্যে মুকুন্দের রোষই তৎপ্রতি কৃপা ঃ—

আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥ ১১৩ ॥

প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন ।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৪ ॥

মুকুন্দ ও গোপীনাথের ভট্টাচার্য্য-বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা ।
ভট্টাচার্য্যে নিন্দা করে, মনে পাঞা ব্যথা ॥ ১১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভট্টাচার্য্যকে সম্মান দান ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—"ঐছে মৎ কহ ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১১৬ ॥
আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে ।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥" ১১৭ ॥

সার্ব্বভৌমসহ প্রভুর জগন্নাথদর্শনান্তে তদ্গৃহে গমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে ।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ১১৮ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা ।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১৯ ॥

প্রভুকে সার্ব্বভৌমের বেদান্তাধ্যাপন ও উপদেশ ঃ—

বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা ।
স্নেহ-ভক্তি করি' কিছু প্রভুরে কহিলা ॥ ১২০ ॥
"বেদান্ত-শ্রবণ,—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥" ১২১ ॥

প্রভুর দৈন্য ঃ—

প্রভু কহে,—"মোরে তুমি কর অনুগ্রহ ।
সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ॥" ১২২ ॥

সার্ব্বভৌমমুখে প্রভুর সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ ও মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে অনাদরহেতু মৌনবৃত্তি ঃ—

সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে ।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে ॥ ১২৩ ॥

অষ্টমদিনে সার্ব্বভৌমের তৎকারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

অষ্টম-দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম ।
"সাতদিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১২৪ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি' ।
বুঝ, কি না বুঝ,—ইহা জানিতে না পারি ॥" ১২৫ ॥

প্রভুর দৈন্যমুখে মায়াবাদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা ঃ—

প্রভু কহে,—"মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন ।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১২৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি ।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি ॥" ১২৭ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে অজ্ঞ-জ্ঞানে মৌন ত্যাগ করিয়া পরিপ্রশ্ন করিতে আদেশ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"না বুঝি', হেন-জ্ঞান যার ।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥ ১২৮ ॥
তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন-মাত্র ধরি' ।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি ॥"১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-ভাষ্য-ব্যাখ্যান-নিরসন ঃ—

প্রভু কহে,—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল ॥ ১৩০ ॥

মুখ্য অভিধা-বৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রার্থ সহজ, গৌণ-লক্ষণায় কল্পনাশ্রয়ে উহা আবৃত ঃ—

সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ।
ভাষ্য কহ তুমি—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১৩১ ॥

অনুভাষ্য

যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে (নির্ণীতবন্তঃ), [তৎ] চ সর্ব্বত্র যুক্তং সন্তি। মদীয়াং মায়াং (অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তিং, ন তু অবিদ্যাম্) উদ্গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং (জনানাং) কিং দুর্ঘটং নু (প্রশ্নে, ন কিমপীত্যর্থঃ)।

১২১। বেদান্ত—এখানে শঙ্করপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শারীরক-ভাষ্য—"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। সূত্রের যে যথার্থ-ভাষ্য, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলে, কিন্তু তুমি যে ভাষ্য কহিতেছ, তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে।

অনুভাষ্য

১৩১-১৭৬। আদি, ৭ম পঃ ১০৬-১৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অভিধাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে

সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান ।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ১৩২ ॥

উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অর্থই সূত্রাকারে বেদান্তে নিবদ্ধ ঃ—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ১৩৩ ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা' ॥ ১৩৪ ॥

শব্দ বা বেদই মুখ্য প্রমাণ ঃ—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ-গোময় ।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥ ১৩৬ ॥

অক্ষজজ্ঞানে অশ্রৌতপন্থায় বেদ দুর্ব্বোধ্য ঃ—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় ।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥ ১৩৭ ॥

শঙ্করভাষ্য—বেদান্ত-বিরুদ্ধ ঃ—

ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ ১৩৮ ॥

বেদ ও সাত্বতপুরাণে সবিশেষ ব্রহ্ম বা
শ্রীভগবান্ই উদ্দিষ্ট ঃ—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩৯ ॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নির্ব্বিশেষ নহে ঃ—

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৪১। উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি' ছাড়িয়া যে 'লক্ষণা' করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', 'ঐতিহ্য' ও 'শব্দ' এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে, 'শ্রুতিপ্রমাণ' অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র ; কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য-বলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে 'অনুমানে'র অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ব-ধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার, সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি

অনুভাষ্য

মুখ্য অর্থ হয়, তাহা ব্যাখ্যা না করিয়া সূত্রার্থ আচ্ছাদন করিয়া লক্ষণাদ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছ।

১৩৩-১৩৪। উপনিষদ্—আদি, ২য় পঃ ৫ম সংখ্যার অনুভাষ্যে অন্বয় এবং আদি ৭ম পঃ ১০৬ সংখ্যার অনুভাষ্য ও ১০৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩৫। শ্রীল জীবপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে ১০-১১ সংখ্যা ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩), "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) এবং "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) প্রভৃতি সূত্রের শ্রীভাষ্য, শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য, শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীবলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীজীবপ্রভু 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে লিখিয়াছেন,—"তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষ-ভ্রমাদি-দোষময়তয়ান্যথা-প্রতীতি দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ, তস্য তদভাবাৎ।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়শূন্য বচনাত্মক 'শব্দ' বা শ্রুতিই মূল-প্রমাণ ; অপর প্রমাণগুলির বিষয়ে মানুষের বাক্যাদি প্রায়ই ভ্রমাদি দোষযুক্ত বলিয়া তদ্দ্বারা অন্যপ্রকার প্রতীতি দেখা যায়, সুতরাং ঐ নয়টী প্রমাণ বস্তুতঃ প্রমাণ, না প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু বাস্তব-দর্শনমূলক বলিয়া শব্দপ্রমাণে ঐ আশঙ্কার অভাব।

১৩৭। (ব্রঃ সূঃ ২।১।৫)—'দৃশ্যতে তু' এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ এই 'ভবিষ্যপুরাণের' বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন —"ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব 'বেদ' ইত্যেব শব্দিতাঃ।। পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ। স্বতঃপ্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে।"*

১৪২। যা যা শ্রুতিঃ (বেদমন্ত্রঃ) নির্ব্বিশেষং (ব্রহ্মণঃ

** ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং মূল-রামায়ণ 'বেদ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ যে-সকল বৈষ্ণব অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, তাহাদিগকেও এস্থলে 'বেদ' বলিয়া জানেন। ইহাদিগের স্বতঃপ্রামাণ্য-বিষয়ে কোন বিচার (তর্ক) চলে না।*

'নির্ব্বিশেষ' অর্থে প্রাকৃত-বিশেষ বা বৈচিত্র্য-নিরাস ঃ—

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥ ১৪১ ॥

সবিশেষ শ্রীভগবান্ই শ্রুতির উদ্দিষ্ট ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৬।৬৭)-ধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রবচন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ১৪২ ॥

শ্রীভগবান্ই সর্ব্ব-কারকে উদ্দিষ্ট ঃ—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৪৩ ॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন ।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য সবিশেষ ; তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে-সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া 'অপ্রাকৃত-বিশেষ' স্থাপন করেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত-সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

১৪২। যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে ; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

১৪৩-১৪৪। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পাওয়া যায় যে, 'এই চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়।' এই সব বেদবাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ'-কারকত্বরূপ তিনপ্রকার লক্ষণ আছে। এই

অনুভাষ্য

বিশেষরহিতভাবং কেবলচিন্মাত্রং) জল্পতি (প্রকাশয়তি), সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষং (নামরূপগুণলীলাদিরূপম্) এব অভিধত্তে (মুখ্যয়া অভিধয়া বৃত্ত্যা বদতি) ; হন্ত তাসাং (শ্রুতীনাং) বিচার-যোগে সতি (সূক্ষ্মানুশীলনেন) প্রায়ঃ (সর্ব্বতোভাবেন) সবিশেষম্ এব বলীয়ঃ (বেদ-বচনানাং মুখ্যতাৎপর্য্যম্)।

১৪৩-১৪৪। (ঐতঃ উঃ ১।১।১-২)—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত।" (শ্বেঃ উঃ ৪।৯)—"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ।।" (তৈঃ উঃ ভৃঃ ১ অঃ)—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"—বারুণি-ভৃগু পিতা-বরুণের নিকট ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বরুণের এই বাক্য। এই মন্ত্রে 'যতঃ' (যে ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উদয়)—অপাদান-কারক ; 'যেন' (যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিশ্ব পালিত)—করণ-কারক ; 'যৎ' অর্থাৎ 'যস্মিন্' (যে-ব্রহ্মে বিশ্বের প্রবেশ)—অধিকরণ-কারক ; শ্রীরাঘ-বেন্দ্র-যতিকৃত-টীকা—"অন্নময়ং প্রাণময়ং চক্ষুর্ময়ং শ্রোত্রময়ং মনোময়ং বাঙ্ময়ং বিজ্ঞানময়ং আনন্দময়ঞ্চ ইত্যেবং নাম্নৈকদেশে নামগ্রহণ-ন্যায়েন অয়ং নির্দ্দেশো ধ্যেয়ঃ। বিজ্ঞানময়ানন্দময় এবাপ্যুপলক্ষৌ, এতেন ব্রহ্মাবল্ল্যাং পঞ্চরূপোক্তি-রূপলক্ষণম্। চক্ষুর্ময়-বাঙ্ময়-শ্রোত্রময়া অপি গ্রাহ্যা ইত্যুক্তং ভবতি। তথাহ্যুক্তং 'বাধূল'-শাখায়াম্—"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্ন-রসময়াৎ অন্যোহন্তর আত্মা বাঙ্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বাঙ্ময়াৎ অন্যোহন্তর আত্মা চক্ষুর্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাচ্চক্ষুর্ময়াৎ অন্যোহন্তর আত্মা শ্রোত্র-ময়ঃ। চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেস্তু পূর্ণদর্শনশক্তিত্বাচ্চক্ষুর্ময় ইতীরিতঃ।" ইতি ঐতরেয়ভাষ্যোক্তরীত্যা পূর্ণদর্শন-শক্তিত্ব-পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব-পূর্ণ-বক্তৃত্বশক্তিস্বরূপা বা। যৎপ্রযন্তি প্রলয়ে। যদভি—স্বেচ্ছয়া—সংবিশন্তি মুক্তৌ, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" (ভাঃ ১।৫।২০)—"ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থান-নিরোধসম্ভবাঃ।"*

১৪৪। ভাঃ ৬।৪।৩০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৫। (ছাঃ উঃ ৬ প্রঃ ২য় খঃ ৩)—"তদৈক্ষত বহু স্যাং

** (ঐতরেয় উপনিষৎ—) "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই যাবতীয় লোক সৃষ্টি করিলেন।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—) "বেদসমূহ, যজ্ঞসকল, ক্রতুসমগ্র, ব্রতসমুদয়, এই বিশ্ব এবং বেদোক্ত অন্যান্য ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু, সমস্তই মায়ার অধীশ্বর পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাতে অন্য জীবসকল সেই মায়াদ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—) "যাঁহা হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সেই জীবসকল বাঁচিয়া আছে, যাঁহাতে ধাবিত হইয়া অবশেষে লীন হইতেছে, তাঁহাই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" (শ্রীরাঘবেন্দ্র যতিকৃত টীকা—) "নামের একদেশ-গ্রহণদ্বারা সেই নামই গৃহীত হয়—এই ন্যায়ানুসারে 'অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাচং' ইহাদ্বারা অন্নরসময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, মনোময়, বাঙ্ময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়*

অদ্বয়জ্ঞান (এক) কৃষ্ণ হইতে বহু প্রকাশই প্রত্যক্
বা শ্রৌত সিদ্ধান্ত, বহু হইতে একের
সিদ্ধান্ত—অশ্রৌত ঃ—

ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন ।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥ ১৪৫ ॥

পূর্ব্বে মায়ার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ, পরে তৎফলে
সৃষ্টি, অতএব ভগবানের দৃক্-
দর্শনাদি অপ্রাকৃত ঃ—

সে-কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন ।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৪৬ ॥

বিভুচিৎ বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ ঃ—

ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৪৭ ॥

বেদার্থপূরণকারী ও প্রাগ্‌বন্ধযুগে প্রকাশিত বলিয়া
পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন নাম ঃ—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয় ।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনপ্রকার নিত্য-লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ ১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত-শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই ; অতএব ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা—সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদ্বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্,—ইহাই বেদসম্মত এবং শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা কৃষ্ণই যে সেই স্বয়ং ভগবান্, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য নাই (দেখা যায় না), তবে বিচার করিয়া দেখ,—বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্য-তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৪৯। নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

প্রজায়েয়েতি।" (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ)—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"

১৪৬। সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে প্রাকৃতশক্তিতে অবলোকন করিবার পূর্ব্বে তিনি অপ্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেই দর্শনকালে প্রাকৃত চক্ষু সৃষ্ট হয় নাই, যেহেতু প্রাকৃত-সৃষ্টি তৎপূর্ব্বে হইয়া থাকিলে তাঁহার সৃষ্টি-প্রবৃত্তির উল্লেখের আবশ্যক হয় না। তখন সবিশেষ-ব্রহ্মের নিত্য অপ্রাকৃত মন ছিল, যদ্দ্বারা তিনি প্রাকৃতসৃষ্টির মনন করিয়াছিলেন এবং নিত্য অপ্রাকৃত চক্ষুও ছিল, যদ্দ্বারা তিনি প্রকৃতি-শক্তিতে অবলোকন করিয়াছিলেন।

১৪৭। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।। ইতি স্কান্দে।" অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, মহাভারত (পুরাণসহ) সাত্বত-তন্ত্র, পঞ্চরাত্র ও মূলরামায়ণ—ইহারাই 'শাস্ত্র'-শব্দে কথিত ও ইহাদের অনুকূল গ্রন্থগুলিও শাস্ত্রমধ্যে গণিত ; ইহা ব্যতীত অন্য যে-সমস্ত গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্রই নহে, পরন্তু 'কুবর্ত্ম'-শব্দবাচ্য। আদি, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪৮। শ্রীজীবপ্রভুকৃত তত্ত্বসন্দর্ভের ১২-১৭ সংখ্যা ও শ্রীবলদেবকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা একান্ত

ব্রহ্ম এইক্রমে এই নির্দ্দেশ চিন্তনীয়। (তন্মধ্যে) বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই দুইটী উপলক্ষ্য (প্রয়োজনীয়)—এইহেতু ব্রহ্মবল্লীতে কথিত পঞ্চরূপ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়)-উক্তি উপলক্ষণ। এস্থলে চক্ষুর্ম্ময়, বাঙ্ময়, শ্রোত্রময়ও গ্রহণীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহা 'বাধুল-শাখা'তে দৃষ্ট হয়, যেমন,—'সেই এই অন্নরসময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা বাঙ্ময়। সেই এই বাঙ্ময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা চক্ষুর্ম্ময়। সেই এই চক্ষুর্ম্ময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা শ্রোত্রময়। চক্ষুর্ম্ময়ত্ব প্রভৃতির পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব-হেতু চক্ষুর্ম্ময় বলা হইয়াছে। অথবা ঐতরেয়-ভাষ্যকথিত রীতি-অনুসারে পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব, পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব, পূর্ণবক্তৃত্বশক্তিস্বরূপ। 'যৎপ্রযন্তি' অর্থাৎ প্রলয়কালে জীবগণ যাঁহার প্রতি (অভিমুখে) গমন করে। 'যদভিসংবিশন্তি'—মুক্তগণ স্বেচ্ছায় যাঁহাতে সম্যক্ প্রবেশ করেন, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর।" (শ্রীমদ্ভাগবতে—) "এই বিশ্ব ভগবানের অংশস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে প্রপঞ্চ পৃথক্ নহে ; পরন্তু এই প্রপঞ্চ হইতে ভগবান্ পৃথক্, যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে।"

শ্রুতিমন্ত্রে জড়বিশেষ নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বই উদ্দিষ্ট ঃ—

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১৫০ ॥

মুখ্যবৃত্তিতে সবিশেষত্ব, গৌণবৃত্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব ঃ—

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ ॥ ১৫১ ॥

চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিলাসরূপে স্থাপনই মায়াবাদ ঃ—

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার ।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?? ১৫২ ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ?? ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০-১৫৩। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)—এই শ্রুতি। আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে'—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া সংস্থাপন করেন, পরন্তু শাস্ত্রমতে সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—এই বেদবাক্যমূলক বহুশাস্ত্রবাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটী স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজবাসিগণের প্রেম-সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করিতেছেন,—

নন্দ-গোপব্রজৌকসাং (নন্দরাজপ্রমুখ-পঞ্চরসাবস্থিতানাং ব্রজবাসিনাম্) অহো ভাগ্যং ; যৎ (যেষাং ব্রজবাসিনাং) মিত্রং সনাতনং (নিত্যকালপ্রকটিতং) পূর্ণম্ (অখণ্ডং) পরমানন্দং (সচ্চিদ্ঘনানন্দং) ব্রহ্ম।

১৫০। (শ্বেঃ উঃ ৩য় অঃ ১৯)—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

১৫১। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবচনসমূহ ব্রহ্মের বিশেষত্বই নিরূপণ করিয়াছেন ; কিন্তু মুখ্য অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-মতবাদ স্থাপন করেন। লক্ষণা-সিদ্ধ

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১-৬৩)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫৪ ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১৫৫ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১৫৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে ॥ ১৫৭ ॥

শক্তিমান্ ভগবানের শক্তিত্রয় ঃ—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫-১৫৬। ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি ; সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার, সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীব-শক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

১৫৮-১৬৩। বেদ-বেদান্ত-মতে,—ঈশ্বর, জীব ও মায়া, এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ ও সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বর-

অনুভাষ্য

নির্ব্বিশেষত্বও বিশেষবাদের অন্যতম একটী মাত্র পরিচয় ; উহার উদ্দেশ্য—জড়বিশেষ হইতে পার্থক্য-স্থাপনমাত্র।

১৫৩। কেবলাদ্বৈতবাদী শক্তিকে অজ্ঞানপ্রসূত অনিত্য অবস্থা-বিশেষ মনে করায় নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মত্বের লক্ষীভূত বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু ব্রহ্মে তিনটী শক্তি নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও অধ্যারোপবাদ প্রভৃতি বিচার-সাহায্যে ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিয়া নিশ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

১৫৪। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। হে নৃপ, সর্ব্বগা (চিজ্জড়োভয়গামিনী) সা ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ (জীবাখ্যশক্তিঃ) যয়া (অবিদ্যয়া ভগবদ্বিমুখয়া মায়য়া) বেষ্টিতা (আবৃতা) ; অত্র (দেবীধামনি সংসারে) সা সন্ততান্ (নানাকর্ম্মফলভোগজন্যান্) অখিলান্ (নানাবিধান্) তাপান্ অবাপ্নোতি (লভতে)।

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥ ১৫৯ ॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৬০ ॥

চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিশেষরূপে ধারণা—দম্ভমাত্র ঃ—

ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস ॥ ১৬১ ॥

ভগবান্ ও জীবে নিত্য ভেদ, কেবল-অভেদবাদ—নাস্তিকতা ঃ—

'মায়াধীশ'-'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥ ১৬২ ॥

গীতায় 'জীব'—ভগবচ্ছক্তি ঃ—

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন-জীবে 'ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৬৩ ॥

ভগবানের গুণ-মায়া ও জীব-মায়া ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৭।৪-৫)—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৬৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১৬৫ ॥

ভগবদ্বিগ্রহ—সচ্চিদানন্দময় ঃ—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥ ১৬৬ ॥

নিত্যচিদ্বিলাস অস্বীকার পাষণ্ডতা-মাত্র ঃ—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য ॥ ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্বরূপ জানা (একান্ত) প্রয়োজন। সচ্চিদানন্দময়ত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিদ্ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ পায়—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, তটস্থা অর্থাৎ 'জীবশক্তি', 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই তিন-প্রকাশে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিতের ক্রিয়ানুসারে তিন তিন ভাব বুঝিতে হইবে। চিচ্ছক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-সমবেতসার (ভক্তি), জীবকে প্রদান করিবার পর জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিলে মায়াশক্তির আবরণ-বিক্ষেপাত্মক অচিদ্বিক্রম নিষ্কপট-চিচ্ছক্তিভাবে দূরীভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তির অধিকারী করান। পরমেশ্বরের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস ; তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নিঃশক্তিক' বলিলে নিতান্ত অবৈদিক বাক্যের প্রয়োগ হয়। ঈশ্বর—স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর ; জীব—স্বভাবতঃ অণুচৈতন্যতা-প্রযুক্ত মায়াবশ। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।১-২) বলেন,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-ঽভিচাকশীতি।। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীত-শোকঃ।।" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিলে জীব দণ্ডনীয় হন ; ঈশ্বরের কারাকর্ত্রী মায়া সেই অপরাধে জীবকে কারাবদ্ধ করিয়া দণ্ড বিধান করেন।' এস্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশ্যতা নয়।

জীবের স্বভাবে নির্ম্মায়িক সত্তা থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ একটী ধর্ম্ম আছে ; ইহারই নাম 'তটস্থত্ব'। যখন এরূপ স্বভাবগত ও স্বরূপগত নিত্য-ভেদ আছে, তখন কোন অবস্থায়ই জীবসহ ঈশ্বর যে অভেদ, এরূপ বলিতে পার না। আবার গীতাশাস্ত্রে জীবকে 'শক্তি' বলিয়াছেন, তখন 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্ত-বাক্যমতে ঈশ্বরের সহিত জীব যে অভেদ, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য আছ। ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদই রহস্য।

১৬৪। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই আটটী আমারই অপরা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্।

১৬৬-১৬৭। বেদশাস্ত্রমতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—

অনুভাষ্য

১৫৬। হে ভূপাল, তয়া (অবিদ্যয়া) তিরোহিতত্বাৎ (গুণ-মায়াসঙ্গহীনাৎ) ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা শক্তিঃ (জীবশক্তিঃ) [ভগবদ্-বৈমুখ্যবিধায়িণ্যবিদ্যা-বর্ত্তমানত্বাৎ] সর্ব্বভূতেষু তারতম্যেন বর্ত্ততে (অবিদ্যয়া বরাবরা চ মন্যতে)।

১৫৭। আদি, ৪র্থ পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮-১৫৯। আদি, ৪র্থ পঃ ৬১-৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ চ ইতি অষ্টধা মে (মম) ভিন্না প্রকৃতিঃ (বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ) এব। (ভূম্যাদি-শব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি, সূক্ষ্মভূতৈঃ রূপরসগন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে ; অহঙ্কার-শব্দেন তত্তৎকার্য্য-ভূতানীন্দ্রিয়াণি বাকপাণিপাদপায়ূপস্থানি তত্তৎকারণ-ভূতমহত্তত্ত্ব-মপি গৃহ্যতে। বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ)।

মায়াবাদী মুখে বৈদিক হইলেও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ঃ—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক ।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ ১৬৮ ॥

ব্রহ্মসূত্রেই জীবের চরম কল্যাণ, শাঙ্করভাষ্যে জীবের সর্ব্বনাশ নিহিত ঃ—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১৬৯ ॥

শক্তিপরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রে উদ্দিষ্ট ঃ—

'পরিণাম-বাদ'—ব্যাসসূত্রের সম্মত ।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥ ১৭০ ॥

প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত ; শক্তি পরিণত হইলেও শক্তিমান্ অবিকৃত ঃ—

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার ।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥ ১৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য। নিরাকার-ধর্ম্ম—প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ, অর্থাৎ জড়ীয়সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময়-বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িকসত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সে 'পাষণ্ড'-মধ্যে গণ্য।

১৬৮। বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় ; কেন না, স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্র-রূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।

১৬৯। ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; সুতরাং মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয় ; কেননা, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাঞ্ছারূপ দুরাশাপ্রদত্ত অভিমানদ্বারা শুদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরকে মানা হয় না।

অনুভাষ্য

১৬৫। আদি, ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। আদি, ৭ম পঃ ১১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৭। যিনি ভগবানের নিত্য রূপগুণলীলাময় বিগ্রহকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার, বা অজ্ঞানসমষ্টির আধারমাত্র বুঝিয়া অপ্রাকৃত বিগ্রহের নিত্য-সেবাপর হন না, তিনি পাষণ্ডী অর্থাৎ অনিত্য কাল্পনিক পঞ্চদেবতার মিথ্যা উপাসনার সহিত ভক্তির সাম্যজ্ঞানহেতু কৃষ্ণের নিত্য কৈঙ্কর্য্য হইতে চ্যুত হন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্পর্শ করেন না বা দর্শন করেন না, যেহেতু তিনি ন্যায় বা অন্যায়ময় কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া জড়ভোগের জন্য বা ভোগত্যাগের জন্য অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানে বরণ করায় শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহ ও লীলাকে নিজ-ভোগতাৎপর্য্যময়-বিষয়ের অন্যতম বলিয়া জ্ঞান করেন। ভক্তিবিরোধী জড়-ভোগ-ত্যাগের ফল যমদণ্ড তাঁহার ভাগ্যে অব্যর্থ ; কেবলমাত্র ভক্তগণই পাষণ্ড বা যমদণ্ড্য নহেন।

অনুভাষ্য

১৬৮। বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ,—কেবলাদ্বৈতবাদ ; বেদ ত্যাগ করিয়া শাক্যসিংহ বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং প্রাকৃত-নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার মতে, পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান। মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা মানিয়া নিজভোগপর অজ্ঞানবাচ্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া মনে করেন এবং নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকে নির্ব্বোধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ কেবল চিন্মাত্র বিরাজমান। অজ্ঞানস্থিত মুমুক্ষু জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে 'খণ্ডজ্ঞান' বা 'অজ্ঞানের প্রতিফলন'-রূপে বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সম্বিদ্বৃত্তির অনুশীলনকে নিজ-অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে করিয়া ভগবৎসেবা হইতে নিরস্ত হন ; সুতরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অনুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞানবাদীর অধিগম্য বিষয় নহে; যেহেতু তাঁহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক-ব্রহ্ম—জড়ময় অর্থাৎ 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়', 'জ্ঞাতা'—এই অবস্থাত্রয়রহিত এবং তাঁহার জড়াভিমান-গ্রস্ত বিচারনিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ব চিন্ময় 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতৃ'-ধর্ম্মবিশিষ্টও নহে ; বস্তুতঃ উহা অজ্ঞানাবস্থার উক্তিবিশেষ-মাত্র। এজন্য মায়াবাদীর প্রকৃতবস্তু-জ্ঞানে অনস্তিত্ব-বুদ্ধি।

১৭০-১৭৫। আদি, ৭ম পঃ ১২১-১৩৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭১। শক্তিপরিণামবাদই 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য, অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত, শক্তিসমূহ যাঁহার অধীন, এতাদৃশী শক্তিসমূহের প্রভুই 'ঈশ্বর'। অনন্তরূপে বিরাজমান নিত্যানিত্য-শক্তি, আত্মানাত্ম-শক্তি প্রভৃতির যুগপৎ ঈশ্বরে অবস্থিতি কিরূপভাবে সম্ভব, তাহা জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীনে থাকাকালে বুঝিতে পারে না; তজ্জন্য মানবজ্ঞানে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসমাশ্রয়—অচিন্ত্য, অথচ ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানাহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা-কল্পনাদ্বারা বিপুল বলিয়া জ্ঞান করিয়া, যে শক্তি-রাহিত্যরূপ একটী অবস্থাকে 'ব্রহ্ম'-রূপে কল্পনা করে, তাহা চিন্ত্য-শক্তির প্রকারভেদ মাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে

গুরু-ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলায় মায়াবাদী—বিবর্ত্তবাদী, অতএব তিনি—শ্রৌতপথ-বিরোধী নাস্তিক ঃ—

ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৭২ ॥

দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তই মিথ্যা ; জগৎ—সত্য, কিন্তু নশ্বর ঃ—

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয় ।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয় ॥ ১৭৩ ॥

ওঙ্কারই আদি-মহাবাক্য ও ঈশ্বর-মূর্ত্তি এবং বেদ-কল্পতরুর বীজ ঃ—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি ।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭২। 'পরিণাম-বাদ' মানিলে ঈশ্বর 'বিকারী' হইবেন, সুতরাং ব্যাসকে তখন 'ভ্রান্ত' বলিতে হইবে,—এই বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থে দোষ দিয়া গৌণার্থ করত 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

ঈশ্বরের 'পরিণাম' বলিয়া বুঝিতে গেলে 'বিবর্ত্তবাদ' অবশ্য গ্রহণীয় হয়, কিন্তু ঈশ্বরত্বে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্তা নিহিত, ইহা বুঝিলে, ঈশ্বরের বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। কোন মণিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে, মণি স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও নিজমণিত্বকে অন্যপ্রকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করে না ; স্বর্ণসৃষ্টির পূর্ব্বে মণি যেরূপ ছিল, স্বর্ণ-প্রসবের পরেও তদ্রূপই থাকে। যে-প্রকার প্রকৃত অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে মণি নিজে বিকার লাভ না করিয়া এবং মণি-ভিন্ন অপরবস্তু (স্বর্ণ) প্রসব করিয়াও নিজ-মণিত্বেই অবস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তি পরিচালিত করিয়া তাদৃশ শক্তিকে বিকার-যোগ্য গুণময়-জগদ্রূপে পরিণত করিতে পারেন। ঈশ্বর নিজের অন্যতম শক্তিকে বিকারময় জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও নিজ-স্বরূপকে বিকার-রহিত রাখিতে পারেন,—এ নিত্যশক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে।

১৭২। সেই সূত্রে,—ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র পরিণামবাদের উদ্দেশেই লিখিত, যথা,—"যতো বা ইমানি ভূতানি"—এই তৈত্তিরীয় বাক্য, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"—এই মুণ্ডক-বাক্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্যই 'পরিণামবাদ'। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য 'পরিণামবাদ' গ্রহণ করিলে পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্র 'দুষ্টসূত্র' ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব 'ভ্রান্ত' বলিয়া কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তি-বাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, তাহার প্রতিষেধার্থে এবং নিজ-গুরু ব্যাসকে ও 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রকে যথাক্রমে পরিণামবাদী ও পরিণামবাদ বলিয়া গর্হণ না করে, তদুদ্দেশ্যে কাল্পনিক যুক্তি বিস্তারপূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অন্যতাৎপর্য্য-জ্ঞাপক 'বিবর্ত্তবাদ'ই সত্য বলিয়া স্থাপন করিলেন।

১৭৩। নিত্য-কৃষ্ণদাস নির্ম্মল জীব, কর্ম্মফলভোগপর স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে ভ্রমক্রমে যে 'আমি' বুদ্ধি করেন, ঐ বুদ্ধি—মিথ্যা ; উহাই বিবর্ত্তবাদের স্থল। জীবাত্মা 'অনিত্য, কালবশযোগ্য-ব্রহ্মে'র অজ্ঞানজন্য তাৎকালিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর নহেন। বিশ্ব বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তবে কালদ্বারা পরিবর্ত্তন-যোগ্য। বিশ্ব-ভোগবুদ্ধিতে জীবের 'বিবর্ত্ত' আছে। এই অচিৎ বিশ্বের স্বরূপ—শক্তি-পরিণত। মায়াবাদী জীব-স্বরূপে ও বিশ্বের স্বরূপে, 'বিবর্ত্ত' বিচার করেন, কিন্তু উভয়ই শক্তি-পরিণাম।

১৭৪। 'প্রণব'—ঈশ্বরের নামবিগ্রহ ; উহাই মহাবাক্য। নামস্বরূপ 'ওঙ্কার' হইতে এই নশ্বর-জগতে থাকাকালেও বিবর্ত্তবুদ্ধি ছাড়িলে অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয় হয়।

১৭৫। ঈশ্বর, জীব ও জগতের স্বরূপকে বিবর্ত্তবাদের বিষয় করায় ওঙ্কার-রূপ নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের প্রবৃত্তি ; কিন্তু জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া মিথ্যা-ভ্রম যাহাতে উদিত না হয়, তজ্জন্য উহা বস্তুতঃ কেবল ভ্রান্তজীবের উদ্দেশেই প্রাদেশিক-বাক্য বলিয়া কথিত ; পক্ষান্তরে ব্রহ্মস্বরূপ বেদজীবন 'প্রণব'-নামকেই অনাদর করা হইয়াছে।

১৭৭। বিতণ্ডা—নিজমত স্থাপন না করিয়া কেবল পরমত-খণ্ডন। ছল—শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে অপর কাল্পনিক বিষয়রূপে আরোপ করিয়া খণ্ডন। নিগ্রহ—পরপক্ষ-পরাজয়।

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য—বেদের একদেশ-সূচক ঃ—

'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য ।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥" ১৭৫ ॥

সার্ব্বভৌমের নানা পূর্ব্বপক্ষ ও প্রভুর তৎসমুদয়-খণ্ডন ঃ—

এইমতে কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল ।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥ ১৭৬ ॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল ।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥ ১৭৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক যথার্থ বেদমত-স্থাপন ঃ—

ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয় ।
প্রেমা—'প্রয়োজন', বেদে তিনবস্তু কয় ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। জীবের চিন্ময় সত্তা বুঝাইবার জন্য 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী বেদের এক প্রদেশে পাওয়া যায় ; তাহা মহাবাক্য নয়।

অনুভাষ্য

ঐ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্দ্দেশ ব্যতীত সব মতবাদই কাল্পনিক ঃ—

আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা ।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে না করিয়ে লক্ষণা ॥ ১৭৯ ॥

ঈশ্বরের আদেশে শঙ্করের অসুর-মোহন ঃ—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল ।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥ ১৮০ ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড সহস্রনামকথনে (৬২।৩১)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৮১ ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড (২৫।৭)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ ১৮২ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যাশ্রবণে ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত ।
মুখে না নিঃসরে বাণী, হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৮৩ ॥

কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, না কর বিস্ময় ।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥ ১৮৪ ॥

দিব্যসূরিগণও কৃষ্ণপদে আকৃষ্ট ঃ—

'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন ।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ১৮৬ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা শুনিতে সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য কহে,—"শুন, মহাশয় ।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥" ১৮৭ ॥

প্রভুর অনুরোধে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা-মুখে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি কি অর্থ কর, তাহা শুনি' ।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি ॥" ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন,—কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর ; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

১৮২। মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎশাস্ত্রদ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

অনুভাষ্য

১৭৯। মায়াবদ্ধ-ভাবাতীত নির্ম্মল জীবই ভগবদ্ভক্ত ; তাঁহার সম্বন্ধ—ভগবান্, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রয়োজন—প্রেমা, ইহাই বেদশাস্ত্রে কথিত। কিন্তু কোন কোন মতবাদে দেখা যায়, জীবের সম্বন্ধ—নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, অভিধেয়—জ্ঞানবৈরাগ্য, প্রয়োজন—মুক্তি ; ইহা বদ্ধজীবের কল্পনামাত্র। বেদ স্বয়ংই প্রমাণ ; উহাতে 'লক্ষণা' করিতে গেলে কল্পনা করা হয়।

১৮০। কূর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১৬।১১৫-১১৭ সংখ্যায় শ্রীভগবদ্বাক্য—"তস্মাদ্ হি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্। বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ।। এবং সঞ্চোদিতো রুদ্রো মাধবেনাসুরারিণা। চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোহপি শিবে স্থিতঃ।। কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্। পাঞ্চরাত্র-পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ।।"*

১৮১। [হে শিব], ত্বং কল্পিতৈঃ (সত্যাদ্ভ্রষ্টৈঃ মিথ্যা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেন না, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে।

অনুভাষ্য

নির্ম্মিতৈঃ) স্বাগমৈঃ (নিজতন্ত্রাদিকৈঃ) জনান্ (জড়বিষয়রতান্ লোকান্) মদ্বিমুখান্ (হরিজনবিমুখান্ কর্ম্মজ্ঞাননিরতান্) কুরু ; মাং গোপয় চ, যেন (ভগবদ্‌গোপন-কার্য্যেণ) উত্তরোত্তরা এষা সৃষ্টিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) স্যাৎ।

দেহাত্মবুদ্ধিমূলে কেবল শৌক্রবিচারের প্রাবল্যবশতঃ সংসার-ভোগপ্রবৃত্তির নিকট হইতে শুদ্ধভক্তি গুপ্তা থাকেন।

১৮২। মায়াবাদম্ (ঈশ্বর-জীব-বিশ্ব-স্বরূপত্রয়ং মায়া-কল্পিত-মিথ্যা-বিকারমাত্রং ব্রহ্মণঃ ভিন্নমিতি বিচারপরম্) অসচ্ছাস্ত্রং (নিত্য-ভগবদ্বহির্ম্মুখকর্ম্মজ্ঞানপরম্ অনিত্যোপদেশময়ং গ্রন্থং) প্রচ্ছন্নং (কপট-বেদবিচার-পরং শ্রৌতপথবিরুদ্ধং) বৌদ্ধং (নাস্তিক-বৌদ্ধমতানুগতম্) উচ্যতে। হে দেবি, ময়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (মালবরদেশোদ্ভূতেন শঙ্করাখ্যেন দেহেন) কলৌ (বিবাদ-যুগারম্ভে) [মায়াবাদমতম্ এব] বিহিতং (স্থাপিতম্)।

বিলাসহীন কেবল চিৎসাহিত্য-বাদ ও চিদ্‌রাহিত্য-বাদ, উভয়েই প্রাকৃতবিচারোত্থ মনোধর্ম্ম।

১৮৬। স্বভাবতঃ ব্রহ্মানন্দমগ্ন পরমহংস শ্রীশুকদেব কেন

** অতএব হে বৃষধ্বজ! বেদবাহ্যগণের রক্ষণ-উদ্দেশ্যে এবং পাপিগণের মোহন-নিমিত্ত শাস্ত্রসকল প্রকাশ করিবে। এইপ্রকারে শ্রীরুদ্র অসুর-বিনাশক শ্রীমাধবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং শ্রীকেশবও শিব-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া কাপাল, নাকুল, বাম, ভৈরব, পূর্ব্ব-পশ্চিম (অথবা পূর্ব্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব?), পাশুপত-পঞ্চরাত্র তথা অন্য সহস্র শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিলেন।*

শুনি' ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ ১৮৯ ॥

সার্ব্বভৌমের যথাশক্তি নয় প্রকার ব্যাখ্যা ঃ—

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা ।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর মানদ-ধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমকে প্রশংসা ঃ—

"ভট্টাচার্য্য, জানি—তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥ ১৯১ ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥" ১৯২ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভুর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান ঃ—

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ।
তাঁর নব অর্থ-মধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৯৩ ॥

প্রভুর অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা ঃ—

আত্মারামাশ্চ-শ্লোকে 'একাদশ' পদ হয় ।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ ১৯৪ ॥
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাঞা ।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥ ১৯৫ ॥

ভগবদ্গুণশক্তি অচিন্ত্যা ও আত্মারামাকর্ষিণী ঃ—

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥ ১৯৬ ॥
অন্য যত সাধ্য-সাধন করি' আচ্ছাদন ।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন ॥ ১৯৭ ॥
সনকাদি-শুকদেব তাহাতে প্রমাণ ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৯৮ ॥

সার্ব্বভৌমের আত্মগ্লানি ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৯৯ ॥
'ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ,—মুঞি না জানিয়া ।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা ॥' ২০০ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুপদে শরণাগতি ও প্রভুর কৃপা ঃ—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ২০১ ॥

প্রভুর পূর্ব্বে চতুর্ভুজ, পরে দ্বিভুজ-রূপ-প্রদর্শন ঃ—

নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন ।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন ॥ ২০২ ॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২০৩ ॥

সার্ব্বভৌমের স্তব ঃ—

দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি' ।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৪-১৯৫। শ্লোকের এগারটী শব্দের এগারটী অর্থ এবং শ্লোকমধ্যে 'মুনয়ঃ', 'নির্গ্রন্থাঃ', 'উরুক্রম', 'অহৈতুকী', 'ভক্তি', 'গুণ' ও 'হরি'—এই সাতটী প্রধানপদে 'আত্মারাম'-পদ যোগ করিয়া সাতটী অর্থ,—একত্রে অষ্টাদশ অর্থ।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যাস করিলেন,—শৌনকাদি ঋষির এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতের উক্তি,—

আত্মারামাঃ (আত্মনি ভগবতি রমন্তে যে তে কৃষ্ণক্রীড়নশীলাঃ) মুনয়ঃ (ভোগপর-জড়-বিষয়রহিতাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (হৃদয়জ-কামগ্রন্থিহীনাঃ ব্রহ্মভূতাঃ) অপি উরুক্রমে (অজিতে কৃষ্ণে) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং শুদ্ধাং কৃষ্ণানুশীলনময়ীং) ভক্তিং (সেবাং) কুর্ব্বন্তি। হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (মুক্তামুক্ত-সর্ব্বাবস্থ-জীবাকর্ষণ-ধর্ম্মযুতঃ)। [অলৌকিক-গুণাধারঃ হরির্মায়াবাদনিরতানাং জনানাং তত্তন্মত-বাদাৎ মোচয়িত্বা কৃপয়া তেভ্যঃ স্বচরণং প্রযচ্ছতি]।

১৯৩-১৯৮। মধ্য, ২৪ পঃ ৩-৩০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। একাদশপদ,—১। আত্মারামাঃ, ২। চ, ৩। মুনয়ঃ, ৪। নির্গ্রন্থাঃ, ৫। অপি, ৬। উরুক্রমে, ৭। কুর্ব্বন্তি, ৮। অহৈতুকীং, ৯। ভক্তিং, ১০। ইত্থম্ভূতগুণঃ, ১১। হরিঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৭। তিনে—ভগবান্, ভগবচ্ছক্তি ও ভগবদ্গুণগণ।

অনুভাষ্য

১৯৭। জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষীর দলে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও অভিধেয় কল্পিত হয়, তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া এই অচিন্ত্যপ্রভাববিশিষ্ট ভগবান্, তৎশক্তি ও তদ্গুণগণ—এই তিনটী বস্তু সাধক-জীব ও সিদ্ধের মন হরণ করেন।

১৯৮। সনকাদি ও শুকদেব প্রভৃতি মুক্তমনীষিবৃন্দের কৃষ্ণাকৃষ্টিই ইহার উদাহরণ। মধ্য, ২৪ পঃ ১০৭-১১১ "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" "জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়।। সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন। গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন।। ব্যাস-কৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন।।" মধ্য, ১৭পঃ ১৩৯—"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।।" ভাঃ ৩।১৫।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রভু-কৃপায় তাঁহার চিত্তে তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি ঃ—

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব ।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ২০৫ ॥

দ্রুত রচনা-শক্তি ঃ—

শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে ।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ২০৬ ॥

প্রভুর আলিঙ্গনে সার্ব্বভৌমের সাত্ত্বিকভাব ঃ—

শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ২০৭ ॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি ।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি' ॥ ২০৮ ॥

গোপীনাথের হর্ষ ঃ—

দেখি' গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন ।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি' হাসে প্রভুর গণ ॥ ২০৯ ॥

সার্ব্বভৌমের দশা-দর্শনে গোপীনাথের প্রভু-মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ।
"সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি ॥" ২১০ ॥

প্রভুর ভক্ত-সম্মান ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে ।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥" ২১১ ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রভুস্তুতি ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল ।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥ ২১২ ॥
"জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য্য ।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥ ২১৩ ॥
তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড ।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥" ২১৪ ॥

প্রভুর স্বস্থানে আগমন ঃ—

স্তুতি শুনি' মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা ।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ২১৫ ॥

একদিন প্রত্যূষে প্রভুর প্রসাদান্ন-সংগ্রহ ঃ—

আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥ ২১৬ ॥
পূজারী আনিয়া মালা-প্রসাদান্ন দিলা ।
প্রসাদান্ন-মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ ২১৭ ॥

ভট্টাচার্য্যগৃহে আগমন ঃ—

সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া ।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা ॥ ২১৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই প্রভুদত্ত-প্রসাদ-সম্মান ঃ—

অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন ।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥ ২১৯ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য্য জাগিলা ।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥ ২২০ ॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন ।
আস্তে-ব্যস্তে আসি' কৈল চরণ-বন্দন ॥ ২২১ ॥
বসিতে আসন দিয়া দুঁহে ত' বসিলা ।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥ ২২২ ॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল ।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২২৩ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যকৃপায় জাড্য-নাশ ঃ—

চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২২৪ ॥

অপ্রাকৃত-প্রসাদ-সম্মানে কালাকাল-বিচারাভাব ঃ—

পদ্মপুরাণ—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ২২৫ ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ২২৬ ॥

অনুভাষ্য

২০৬। শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত 'সুশ্লোক-শতক' গ্রন্থ।

২১৯। অরুণোদয়-কাল—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড-কালকে 'অরুণোদয়-কাল' বলে।

২২৫। শুষ্কং (রসরহিতং) পর্য্যুষিতং (পূর্ব্বপূর্ব্বদিনপক্বং) দূরদেশতঃ (সুদূরবিদেশাৎ) নীতম্ (আনীতং) বা [কৃষ্ণপ্রসাদং] প্রাপ্তি-মাত্রেণ (লাভমাত্রেণ) ভোক্তব্যং (সাদরেণ গৃহীতব্যং সেব্যং) অত্র (প্রসাদগ্রহণবিষয়ে) কালবিচারণা ন (নাস্তি)।

২২৬। তত্র (প্রসাদগ্রহণবিষয়ে) দেশনিয়মঃ ন, তথা কাল-নিয়মঃ ন, প্রাপ্তমন্নং (কৃষ্ণপ্রসাদং) দ্রুতং (তৎক্ষণমেব) শিষ্টৈঃ (বৈষ্ণবৈঃ) ভোক্তব্যং (প্রসাদার্চ্চনে স্থানকাল-ব্যবধানাদিকং ন গ্রাহ্যম্) ইতি হরিঃ অব্রবীৎ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৫-২২৬। মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক্, পর্য্যুষিতই হউক্ বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক্, প্রদত্ত হইবা মাত্র ভক্ষণ করাই বিধি ; ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ-প্রাপ্তিমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নাই ;—ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

সার্ব্বভৌমের প্রসাদসম্মান-দর্শনে প্রভুর পরমানন্দ
ও প্রেমভরে উভয়ের নৃত্য ঃ—

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২২৭ ॥
দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে, দুঁহে ফুলে মন ॥ ২২৮ ॥
স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২২৯ ॥

সার্ব্বভৌমের উদ্ধারে প্রভুর আত্মগৌরব ঃ—

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥ ২৩০ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২৩১ ॥

সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয় ॥ ২৩২ ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ ২৩৩ ॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥" ২৩৪ ॥

কৃষ্ণের প্রতি নিষ্কপট শরণাগত ভক্তেরই
মায়ামুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৭।৪২)—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২৩৫ ॥

ভট্টাচার্য্যের জড়াভিমান ত্যাগ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমের সর্ব্বতোভাবে ভক্তিমার্গাশ্রয় ঃ—

চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান ॥ ২৩৭ ॥

গোপীনাথের হর্ষভরে নৃত্য ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' নাচে হাতে তালি দিয়া ॥ ২৩৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের জগন্নাথাপেক্ষা প্রভুপ্রতি প্রীত্যাধিক্য ঃ—

আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি' আইলা প্রভু-স্থানে ॥ ২৩৯ ॥

সার্ব্বভৌমের দৈন্য ঃ—

দণ্ডবৎ করি' কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি' কহে নিজ-পূর্ব্বদুর্ম্মতি ॥ ২৪০ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি, জিজ্ঞাসা করায় প্রভুর
নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা-জ্ঞাপন ঃ—

ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৪১ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ২৪২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোক-ব্যাখ্যা-শ্রবণে ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি' ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৪৩ ॥

গোপীনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য বলে,—"আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন, ভট্টাচার্য্য, তোমার সেই ত' হইল ॥" ২৪৪ ॥

অনুভাষ্য

২৩৫। শ্রীনারদের নিকট ভগবানের লীলাবতার-সমূহের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা ভগবন্মায়া ও ভক্তমাহাত্ম্য বলিতেছেন,—

স এষ অনন্তঃ ভগবান্ যেষাং (একান্তপ্রপন্নানাং) দয়য়েৎ (অনুকম্পাং কুর্য্যাৎ) যদি নির্ব্ব্যলীকং (নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন, ন তু অংশেন) আশ্রিতপদঃ (কৃষ্ণ-পাদৈকপ্রপন্নাঃ) ভবন্তি, তে দুস্তরাং (তর্ত্তুমশক্যামপি) দেবমায়াম্ অতিতরন্তি। এষাং (প্রপন্নানাং) শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে (পশুভোজন-যোগ্যে দেহে) অহং-মম-ইতি-ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন (নাস্তি)।

২৪২। আদি, ৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৫। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃতশরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে ভগবান্ দয়া করেন না।

২৪১। চতুঃষষ্টি-সাধনভক্তির মধ্যে কোন্ অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন,—নামসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২৪২। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"

গোপীনাথসহ সম্বন্ধহেতু সার্ব্বভৌমের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি' নমস্কারে।
"তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২৪৫ ॥
তুমি—মহাভাগবত, আমি—তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥" ২৪৬ ॥

ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনে অনুমতি দান ঃ—

বিনয় শুনি' তুষ্ট্যে প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল,—"করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন ॥" ২৪৭ ॥

গৃহে আসিয়া প্রসাদ ও প্রভু-মহিমাসূচক শ্লোক-প্রেরণ ঃ—

জগদানন্দ, দামোদর,—দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২৪৮ ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজবিপ্র-হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা ॥ ২৪৯ ॥
নিজ-কৃত দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি' দিল জগদানন্দ-হাতে ॥ ২৫০ ॥

প্রভুর প্রাপ্তির পূর্ব্বে মুকুন্দকর্ত্তৃক শ্লোকদ্বয়ের নকলরক্ষণ ঃ—

প্রভু-স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ দত্ত পত্র নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২৫১ ॥

জগদানন্দের প্রভুকে ভট্টাচার্য্যের শ্লোকসহ পত্র প্রদান ঃ—

দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥ ২৫২ ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি' পত্র ছিণ্ডিয়া ফেলিল।
ভিত্তে দেখি' ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২৫৩ ॥

জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-বিতরণকারী গৌরকে প্রণাম ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৬।৭৪)—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২৫৪ ॥

গুপ্তভক্তি-ব্যক্তকারী গৌরে নিষ্ঠা ঃ—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২৫৫॥

শ্লোকদ্বয়েই সার্ব্বভৌমের মহিমা বিস্তার ঃ—

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৫৬ ॥

গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌম ঃ—

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন ॥ ২৫৭ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ ২৫৮ ॥

প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক পাঠান্তরপূর্ব্বক ব্রহ্মস্তুতি-শ্লোক পঠন ঃ—

একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু-আগে আইলা।
নমস্কার করি' শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৫৯ ॥
ভাগবতের 'ব্রহ্মস্তবে'র শ্লোক পড়িলা।
শ্লোক-শেষে দুই অক্ষর-পাঠ ফিরাইলা ॥ ২৬০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৬১॥

অনুভাষ্য

২৫৪। বৈরাগ্যবিদ্যানিজ-ভক্তিযোগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণেতরবস্তু-বিরক্তিপরেশানুভূতি-নিজনাম-রূপ-গুণ-লীলা-সেবনযোগ্যা-পদেশার্থম্) একঃ পুরাণঃ (সনাতনঃ) কৃপাম্বুধিঃ (জড়াসক্ত-জনেষ্বপি পরমোত্তম-মুক্ত-জনোচিত-ব্রজপ্রেমদানরূপ-দয়ার্ণবঃ) পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব শরীরং ধর্ত্তুং শীলমস্য সঃ), অহং তং প্রপদ্যে (আশ্রয়ামি)।

২৫৫। কালাৎ (অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানজড়াসক্তিপ্রাবল্যাৎ কাল-ধর্ম্মবশেন) নষ্টং (লুপ্তং) নিজং (কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাময়ং) ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনঃ প্রকটয়িতুং) যঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা [সন্] আবির্ভূতঃ (প্রকাশিতঃ), তস্য পাদারবিন্দে (চরণ-কমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (চঞ্চলমনোভ্রমরঃ) গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং (নিমজ্জতু)।

২৬১। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা একান্ত শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫৪। বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

২৫৫। কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক্।

অনুভাষ্য

তৎ (তস্মাৎ) তে অনুকম্পাং (কৃপাং) সুসমীক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ মন্যমানঃ) আত্মকৃতং (নিজানুষ্ঠিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলং) ভুঞ্জানঃ এব হৃদ্বাগ্বপুভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ বিদধৎ (জড়ীয়াহঙ্কারং ত্যক্ত্বা আত্মসমর্পণং কুর্ব্বন্) যঃ জীবেত, সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (যোগ্যপাত্রঃ) ভবতি।

প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবত-পাঠের সমর্থন ও সংরক্ষণ ঃ—

প্রভু কহে,—"'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয় ॥" ২৬২ ॥

ভট্টাচার্য্যের মুক্তির পরিবর্ত্তে ভক্তি-পাঠ-রক্ষার ইচ্ছা ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"'ভক্তি'-সম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৬৩ ॥

পাষণ্ড, মায়াবাদী ও বিষ্ণুবিদ্বেষী দৈত্যগণের সাযুজ্য-মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৬৪ ॥
সেই দুইর দণ্ড হয়—'ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি'।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥ ২৬৫ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ঃ—

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ-প্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥ ২৬৬ ॥

সাযুজ্য ব্যতীত মুক্তি-চতুষ্টয় ভক্তির আনুষঙ্গিক ঃ—

'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৬৭ ॥

নরক-সদৃশ সাযুজ্য 'ভক্তিবিনাশক' বলিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ঃ—

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৬৮ ॥

দ্বিবিধ সাযুজ্য ঃ—

ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৬৯ ॥

সেব্যের নিষ্কাম-সেবা ব্যতীত সেবকের কোন মুক্তিই কাম্য নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ২৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬১। যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন। এই শ্লোকটী পাঠ-কালে সার্ব্বভৌম "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

২৬৩। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—(প্রেম)-ভক্তিই ভক্তির সর্ব্বোত্তম ফল, মুক্তি ভক্তির ফল নয়। ভগবদ্ভক্তিবিমুখ পুরুষের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি কেবল একপ্রকার দণ্ড।

২৬৭-২৬৮। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য,—এই পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম সালোক্যাদি চারিটী তত নিন্দনীয় নয়, কেননা, তাহারা ভগবৎসেবার দ্বারস্বরূপ। তথাপি কৃষ্ণভক্ত উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিও অঙ্গীকার করেন না, কেননা, তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তিরই বাসনা করিয়া থাকেন। 'সাযুজ্য'-শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা এবং 'ভক্তিবিরোধকারী অপরাধ' বলিয়া ভয় হয়।

২৬৯। সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদি-বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরমফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষগতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য-লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।" এতদ্দ্বারা সবিশেষ-ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ-ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষতত্ত্বাশ্রয়ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগপন্থায়) সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ-ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কারযোগ্য ফল হইল।

অনুভাষ্য

২৬৩-২৬৫। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্মলোক-বর্ণন-প্রসঙ্গে তৎকৃত কারিকা—"ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎফলম্। কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে॥" শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃতা টীকা—"ননু চিৎ-পরমাণোর্জীবস্য চিদ্রাশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি লয়েনৈব ভাব্যং, ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য সেবনং সম্ভবেদিতি চেৎ? তত্রাহ—ভক্তেরিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া স্থিতিস্তু ভগবতা কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্বেষিণামপি ভবেৎ, 'সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ। তস্মাৎ তল্লীনত্বমাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি। তমসঃ—অষ্টমাবরণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ, পারে ব্রহ্মলোকঃ—'চয়স্ত্বিষাম্' ইতি ন্যায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জ-রূপং স্থানমিত্যর্থঃ। সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাতভগবদঙ্ঘ্রয়স্তাদৃগ্ব্রহ্ম-চিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাৎ বিধ্বস্ত-লিঙ্গাঃ, যত্র বসন্তি—লীয়ন্তে ; তচ্চরণাবজ্ঞাতুর্ণাস্তু জ্ঞানলব-দগ্ধানামধঃপাতো ভবতি, 'যেহন্যে-

প্রভুকর্ত্তৃক মুক্তিপদে'র ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয় ।
মুক্তিপদ-শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয় ॥ ২৭১ ॥
মুক্তি পদে যাঁর, সেই 'মুক্তিপদ' হয় ।
কিম্বা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয় ॥ ২৭২ ॥
দুই-অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কেনে পাঠ ফিরি ।"
সার্ব্বভৌম কহে,—"ও-পাঠ কহিতে না পারি ॥২৭৩॥

তথাপি সার্ব্বভৌমের মুক্তি-শব্দের 'সাযুজ্যার্থে' অনাদর ও 'ভক্তি'-শব্দের আদর ঃ—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয় ।
তথাপি 'আশ্লিষ্য-দোষে' কহন না যায় ॥ ২৭৪ ॥
যদ্যপি 'মুক্তি'-শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি ।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' কহে তবু 'সাযুজ্যে' প্রতীতি ॥ ২৭৫ ॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস ।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥" ২৭৬ ॥

সার্ব্বভৌমের নিষ্কাম ভক্তিদর্শনে প্রভুর হর্ষ ঃ—

শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে ।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৭৭ ॥

গ্রন্থকারের কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপা-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদে ॥ ২৭৮ ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে ।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ ২৭৯ ॥

প্রভুকে 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সকলের বিশ্বাস ঃ—

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্ব্বজন ।
প্রভুকে জানিল,—'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ২৮০ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুপদে শরণাগতি ঃ—

কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী ।
শরণ লইল সবে প্রভু-পদে আসি' ॥ ২৮১ ॥

অতঃপর প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ঃ—

সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন ।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-বিবরণ ॥ ২৮২ ॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ২৮৩ ॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ।
এই মহাপ্রভুর লীলা—সার্ব্বভৌম-মিলন ॥ ২৮৪ ॥

সার্ব্বভৌম-চৈতন্য-সংবাদ-শ্রবণে নিষ্কাম-ভক্তি লাভ, উহা কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলশ্রুতিমাত্র নহে ঃ—

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ ।
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥ ২৮৫ ॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেইজন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। যাঁহার চরণে মুক্তি আছে, তিনি—'মুক্তিপদ' অর্থাৎ 'দশম' পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ ; অথবা নবমপদার্থ যে মুক্তি, তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি—শ্রীকৃষ্ণ।

২৭৪। আশ্লিষ্য-দোষ,—যাহার দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে; তাহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি হয়, এই দোষ।

২৭৫। রূঢ়িবৃত্তি—মুখ্যবৃত্তি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

হরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ্‌বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।' (ভাঃ ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাৎ।"

(অর্থাৎ) যদি চিৎপরমাণু জীবের চিৎপুঞ্জ ব্রহ্মেই লয় হইল, তাহা হইলে ত' ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া জীবের পক্ষে পুনরায় তদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্ভব হয় না ? এই আশঙ্কার উত্তরে উল্লিখিত শ্লোক। ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান ত' অতিতুচ্ছ,—উহা কৃষ্ণ-নিহত বিদ্বেষিদৈত্যগণেরও ঘটে ; কেননা, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায় (আদি, ৫ম পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ;—সে-স্থলে, 'ব্রহ্ম বা সিদ্ধলোক'-শব্দে "চয়স্ত্বিষাম্" এই ন্যায়ানুসারে নিরাকার চিৎপুঞ্জরূপ স্থানবিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; 'সিদ্ধাঃ'-শব্দে—যে-সকল জীব ভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করে নাই, অথচ ঐরূপ ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা যাঁহাদের লিঙ্গদেহাবরণ দূরীভূত হইয়াছে—তাঁহারা 'বসন্তি' অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা ভগবানের শ্রীচরণের অবজ্ঞাকারী, তাহাদের (ভাঃ ১০।২।৩২)—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোকানুসারে যে সামান্য জ্ঞানটুকু পূর্ব্বে সম্বল ছিল, তাহাও ভগবদবজ্ঞা-ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের অধঃপতনই (নরকলাভ) ঘটিয়া থাকে।

২৭০। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২। আদি, ২য় পঃ ৯১-৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৪। মধ্য, ১৫শ পঃ দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।